55

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...15 MAR 1996 ... ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

বরগুনা সরকারী বালক বিদ্যালয়ের সংস্কারবিহীন সাবেক বিজ্ঞান ভবন —ইত্তেফাক

সংস্কারবিহীন বিদ্যালয় ভবন ॥ ঝুঁকি নিয়া ক্লাস করিতে হয়

দেশের কয়েকটি বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। এমনকি ধসিয়া পড়ার আশংকায় একটি স্কুলের বিজ্ঞান ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এইগুলি সংস্কারের জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করিয়াও কাজ হইতেছে না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝুঁকি নিয়া ক্লাস করিতে হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

বরগুনা (দক্ষিণ) ॥ বরগুনা সরকারী বালক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ভবনটি দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারের অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতার পূর্বে বিদ্যালয়টি সরকারী হওয়ার আগেই এই ভবনটি নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধসিয়া পড়ার আশঙ্কায় অনেক পূর্বেই এই ভবনে ক্লাস নেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন, ভবনটি মেরামতের জন্য গণপূর্ত বিভাগকে বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে না। ভবনটিতে ৫টিতে ক্লাস চলিত।

মাদারীপুর ঃ থানা সদরে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ৪টি বালিকা বিদ্যালয়কে দীর্ঘদিনেও জাতীয়করণ করা হয় নাই। জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবনসমূহে বর্তমানে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রী ঝুঁকি নিয়া লেখাপড়া

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

সংস্কারবিহীন বিদ্যালয় ভবন

(৩য় পৃঃ পর)

করিতেছে। মাদারীপুর থানা সদরে ১৯৭০ সালে মাদারীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ৫ শতাধিক ছাত্রী আছে। ১৯৭৪ সালে শিবচর থানা সদরে স্থাপিত হয় শেখ ফজিলাতুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। ইহাতে ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ৮ শত। রাজৈর থানা সদরে ১৯৬৮ সালে স্থাপিত হয় রাজৈর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। বর্তমানে পাইলট ও কমিউনিটি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৫ শত। থানা সদর কালকিনিতে স্থাপিত হয় ১৯৭২ সালে কালকিনি পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি। বিদ্যালয়টিতে প্রায় ৫ শত ছাত্রী রহিয়াছে।